এমন কহিছে বাণী স্বামী হীরামন।
হেনকালে উপনীত লোক একজন।।
কাশীনাথ নাম লোকে 'কা'শে ভুটে' কয়।
বাড়ী তার খড়মখালী খুলনা জেলায়।।
জমি নিয়ে দাঙ্গা করে সেই কাশীাথ।
তার হাতে খুন হ'ল, হ'ল রক্তপাত।।
খুনী অপরাধী কাশী পুলিশে ধরিল।
দায়রা বিচার তরে সোপর্দ্দ হইল।।
জামিনে খালাস পেয়ে কাশীনাথ ভুটে।
উদ্ধারের আশে সেই যথা তথা ছুটে।।
নারী বাঁচে গাভী বাঁচে হ'ল কানাকানি।
বার্ত্তা শুনি কাশীনাথ ছুটিল অমনি।।
মনে ভাবে হেন দিন আর নাহি পাব।
গোস্বামীর পদে পড়ি প্রাণভিক্ষা ল'ব।।
আমি তো মরেছি বটে আর রক্ষা নাই।
বাঁচালে বাঁচাতে পারে হীরামন সাঁই।।
খোঁজ করি উপনীত আইচগাঁতি গাঁয়।
যুধিষ্ঠির বিশ্বাসের পূর্ব আঙিনায়।।
গিয়ে দেখে একি কান্ড রক্তে বহে নদী।
অন্তরে কাশীর ভয় নাহিক অবধি।।
কি করে কি করে ভাবে চিত্ত নহে স্থির।
মৃত নর নাসারন্ধ্রে কেনবা রুধির।।
পুনঃ ভাবে আমি হায় কিবা করি বসে।
মৃত্যুর উপরে শাস্তি আছে কোন দেশে।।
জন্মিলে মরণ আছে ইথে নাহি ভুল।
রোগে-ভোগে অস্ত্রে-শস্ত্রে কিম্বা দিয়ে শূল।।
যে কর্ম করেছি আমি এড়াইব কিসে।
মহতের কৃপাভিন্ন নাহি হয় দিশে।।
মরণ যখনে ধ্রুব চিন্তা কিবা আর।
মহতে মারিলে পা'ব পাপেতে উদ্ধার।।
প্রমাণ তাহার জানি আছে রামায়ণে।
মহাযুদ্ধ করে রাম রাবণের সনে।।
যতেক রাক্ষস সেনা রাম-বানে পড়ে।
পাপেমুক্ত স্বর্গে যায় স্বর্ণ রথে চড়ে।।
দায়রা বিচারে যদি ফাঁসি মোর হয়।
প্রাণ যাবে পাপ র'বে কি হ'বে উপায়।।
যদ্যপি গোঁসাই প্রভু মোরে দয়া করে।
মারিলে আমারে যাবে ভবরোগ সেরে।।
দায়রা বিচার হবে রাজার কাছারী।
হরিরাজ কাছারীতে আমি আর্জি করি।।
আত্মা প্রাণ ধন-মান সব-ছাড়ি আশ।
হরি-কাছারিতে আসি পাইতে খালাস।।
দুরন্ত আসামী কাশীতে সাধু দরশনে।
পূর্ণ নির্ভরতা আনে শ্রীহরি-চরণে।।
প্রায়শ্চিত্ত করে কাশী অনুতাপানলে।
বক্ষভাসি যায় তার নয়নের জলে।।
সাধু দরশনে হ'ল প্রেমের উদয়।
প্রেমাগ্নিতে পাপ তার ভস্ম হয়ে যায়।।
পূর্ণ নির্ভরতা তাহে আত্মগ্লানি করে।
গোস্বামী দয়া হ'ল কাশীর উপরে।।
যদ্যপি নির্ভর কেহ করে হরি 'পরে।
অসাধ্য সাধন করে অবনী মাঝারে।।
যতক্ষণ টানাটানি ততক্ষণ আন।
পূর্ণ নির্ভরতা ডেকে আনে ভগবান।।
প্রমাণ তাহার দেখ কৌরব সভায়।
রজঃস্বলা দ্রৌপদীরে কেশে ধরি লয়।।
প্রতিজ্ঞা-শৃঙ্খলে বদ্ধ স্বামী পঞ্চজন।
হেটমুন্ড হয়ে রহে লজ্জার কারণ।।
শক্তিমান শক্তিহীন সত্যের বাঁধনে।
ভাব দেখি মহাসতী বুঝিলেন মনে।।
মনে ভাবে পতি-পুত্র কেহ কা'র নয়।
বিপদের বন্ধু কৃষ্ণ জানিনু নিশ্চয়।।
মহাশক্তিবন্ত বটে পতি পঞ্চজন।
সে বলে কি কাজ করে বিপদ যখন।।